এসব আলোচনা থেকে এমন সিদ্ধান্তই সঙ্গত যে, **বিশ্লেষক এবং সংশ্লেষক বচনের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে এবং বচনের সত্যতা প্রসঙ্গে এই পার্থক্যকরণ মূল্যহীন নয়।**

৬.৪ সম্ভাব্যতা
Possibility

বচনমাত্রই কোন ব্যাপার, পরিস্থিতি বা বস্তুস্থিতি (*State-of-affairs*) ঘোষণা করে। বচনে প্রকাশিত ঐ ব্যাপার, পরিস্থিতি বা বস্তুস্থিতি (বচন নয়) সম্ভব অথবা অসম্ভব হতে পারে। অধ্যাপক হস্‌পার্স তিন প্রকার সম্ভব / অসম্ভবের, আরও স্পষ্টভাবে সম্ভাব্যতা / অসম্ভাব্যতার উল্লেখ করেছেন।— **(১) যৌক্তিক (Logical), (২) বৈজ্ঞানিক বা ব্যাবহারিক (Empirical) এবং (৩) প্রাযুক্তিক (Technical)।**

(১) যৌক্তিক অসম্ভাব্যতা/সম্ভাব্যতা (Logical possibility/impossibility)

কোন পরিস্থিতি বা বস্তুস্থিতিকে যৌক্তিকভাবে **সম্ভব বলা হবে যদি সংশ্লিষ্ট বচনটি স্ববিরোধী না হয়, বচনটি** যৌক্তিকভাবে **স্ববিরোধী হলে ব্যাপারটা হবে** যৌক্তিকভাবে **অসম্ভব।** অন্যভাবে বলা যায়— কোন বচনের দ্বারা প্রকাশিত বস্তুস্থিতি বা পরিস্থিতিকে 'যৌক্তিকভাবে সম্ভব' বলা যাবে যদি ঐ বচনটি স্ববিরোধী না হয়। যেমন, 'বর্গাকার বৃত্ত থাকা' যৌক্তিকভাবে অসম্ভব, কেননা 'বর্গাকার বৃত্ত' কথাটি স্ববিরোধী। 'বর্গক্ষেত্র' এবং 'বৃত্ত' শব্দদুটিকে প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করলে 'বর্গাকার বৃত্ত' কথাটি যে স্ববিরোধী তা বোঝা যায়। 'বর্গক্ষেত্র' বলতে বোঝায় 'চারবাহুবিশিষ্ট ক্ষেত্র', কিন্তু 'বৃত্ত' বলতে বোঝায় 'এমন ক্ষেত্র যার চারটি বাহু নেই'। তাহলে 'বর্গাকার বৃত্ত' কথাটির মানে হবে, 'চারবাহুবিশিষ্ট ক্ষেত্র নয় চারবাহুবিশিষ্ট'। স্পষ্টতই কথাটি স্ববিরোধী। এজন্য, যৌক্তিকভাবে 'বর্গাকারবৃত্ত থাকা' (বস্তুস্থিতি) সম্ভব নয়—ক্ষেত্রটি বর্গাকার হলে তা বৃত্ত হতে পারে না, বৃত্ত হলে বর্গাকার হতে পারে না। এখানে 'পারে না' কথাটির অর্থ 'যৌক্তিক অসম্ভাব্যতা'।

একই যুক্তিতে, 'কোন কিছুর সাহায্য (যেমন— বেলুন) না নিয়ে, সম্পূর্ণভাবে নিজের পেশী শক্তির ওপর নির্ভর করে, এক লাফে ভারতবর্ষ থেকে শ্রীলঙ্কায় চলে যাওয়া (রামায়ণের হনুমান যেমন গিয়েছিল) এবং শূন্যে অবস্থান করা', অথবা 'লাফিয়ে মাটি থেকে ১০,০০০ ফুট ওপরে উঠে আর মাটিতে না পড়া' যৌক্তিকভাবে সম্ভব। যদি কেউ এমন কথা বলে তাহলে তার কথাটা বিশ্বাসযোগ্য না হতে পারে, বাস্তবত মিথ্যা হতে পারে, কিন্তু স্ববিরোধী হবে না। **কোন বচন স্ববিরোধী না হলে সেই বচনে প্রকাশিত ব্যাপার, পরিস্থিতি বা বস্তুস্থিতি** যৌক্তিকভাবে **সম্ভব হবে, অসম্ভব হবে না।**

(২) বৈজ্ঞানিক বা ব্যাবহারিক অসম্ভাব্যতা/সম্ভাব্যতা (Empirical possibility/impossibility)

কিন্তু 'সম্ভব' 'অসম্ভব' শব্দদুটিকে আমরা সাধারণত যৌক্তিক অর্থে প্রয়োগ করি না এবং সেজন্যই উপরোক্ত ব্যাপার বা বস্তুস্থিতিকে আমরা 'সম্ভব' না বলে 'অসম্ভব' বলি। আমরা বলি, 'এক লাফে ভারতবর্ষ থেকে শ্রীলঙ্কায় চলে গিয়ে শূন্যে অবস্থান করা', 'লাফ দিয়ে ১০,০০০ ফুট ওপরে উঠে নিরালম্ব হয়ে অবস্থান করা (মাটিতে না পড়া)' ইত্যাদি কথায় প্রকাশিত ব্যাপার বা বস্তুস্থিতি অসম্ভব। এসব ব্যাপারকে আমরা যৌক্তিক অর্থে 'অসম্ভব' বলি না, তাদের 'অসম্ভব' বলি 'বৈজ্ঞানিক' বা 'ব্যবহারিক' অর্থে। এটাই হল 'সম্ভব' / 'অসম্ভব' কথার **দ্বিতীয় অর্থ। এই দ্বিতীয় অর্থে অর্থাৎ** ব্যবহারিক অর্থে **যে ব্যাপার, পরিস্থিতি বা বস্তুস্থিতি প্রাকৃতিক নিয়মসম্মত তা সম্ভব, আর যা প্রাকৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধ তা অসম্ভব।** 'লাফ দিয়ে ওপরে উঠে মাটিতে না পড়া' মহাকর্ষ নিয়ম বিরোধী, তাই অসম্ভব।

(৩) প্রাযুক্তিগত অসম্ভাব্যতা/সম্ভাব্যতা (Technical possibility/impossibility)

'সম্ভব' / 'অসম্ভব' শব্দের তৃতীয় অর্থ হল প্রযুক্তিগত। ব্যবহারিকভাবে **যা অসম্ভব,** প্রযুক্তিগতভাবেও **তা অসম্ভব হবে।**

প্রাকৃতিক নিয়মে যেসব ঘটনা ঘটে সেই সব ব্যাপার বা ঘটনা-সংস্থানের কোন পরিবর্তন হয় না। এর ফলে, কোন একদিন বৈজ্ঞানিক বা ব্যবহারিক অর্থে যা সম্ভব, পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কালগুলিতেও তা সমানভাবে সম্ভব। অর্থাৎ, আমাদের এই অভিজ্ঞতার জগতে **ব্যবহারিক সম্ভাব্যতার কোন পরিবর্তন হয় না।** কথাটা অবশ্য আমাদের

কাছে হেঁয়ালী বলে মনে হয়, কেননা আমাদের অভিজ্ঞতা এটাই বলে— যে ব্যাপারটা আগে অসম্ভব ছিল আজ তা সম্ভব হয়েছে। যেমন, ১০০ বছর আগে চাঁদে অবতরণ করা অসম্ভব ছিল যদিও আজ তা সম্ভব হয়েছে।

তবে, এজাতীয় দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয় না যে, ব্যবহারিক সম্ভাব্যতা / অসম্ভাব্যতা পরিবর্তনশীল। আসলে, এখানে যা পরিবর্তিত হয় তা সম্ভাব্যতা / অসম্ভাব্যতা নয়, তা হল প্রাকৃতিক নিয়ম ও ঘটনাবলী সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান—নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গবেষণা ও আবিষ্কারের ফলে মানুষের জ্ঞান ক্রমশই সমৃদ্ধ হয়। মানুষের জ্ঞান-ভান্ডার সমৃদ্ধ হলেও প্রকৃতির নিয়মগুলি কিন্তু একই থাকে—নিয়ম সংক্রান্ত জ্ঞানেরই কেবল পরিবর্তন ঘটে। এপ্রকার অসম্পূর্ণ জ্ঞানের জন্যই মানুষ একদিন যাকে অসম্ভব মনে করেছে পরবর্তীকালে তাকেই আবার 'সম্ভব' বলেছে। তেজস্ক্রিয়তা, পরমাণু-বিভাজ্যতা ইত্যাদি ব্যাপারগুলি আজ বাস্তবিক সম্ভব, মানুষ একদিন যাদের অসম্ভব মনে করেছিল। এর কারণ হল, প্রাকৃতিক নিয়ম ও বস্তুস্থিতি সম্পর্কে সেদিনকার মানুষের অসম্পূর্ণ জ্ঞান (অবশ্য প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান কখনই সম্পূর্ণ হতে পারে না—মানুষের জ্ঞান আজ পূর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ হলেও সে জ্ঞানও অসম্পূর্ণ)। প্রাকৃতিক নিয়ম এবং ঘটনাপুঞ্জ এমনই যে তাদের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া মানুষের পক্ষে প্রায় সাধ্যাতীত। প্রকৃতি সম্বন্ধে এই অসম্পূর্ণ জ্ঞানের জন্য আজ যাকে আমরা অসম্ভব মনে করি ভবিষ্যতে তা 'সম্ভব' হতে পারে। তবে, মনে রাখা প্রয়োজন যে, 'সম্ভব' / 'অসম্ভব' শব্দ এখানে ব্যবহারিক অর্থে প্রয়োগ করা হয়নি, ভিন্ন অর্থে, **প্রযুক্তিগত অর্থে** প্রয়োগ করা হয়েছে। **ব্যবহারিক অর্থে, আমাদের এই অভিজ্ঞতার জগতে আজ যা সম্ভব হয়েছে, আগেও তা সম্ভব ছিল এবং ভবিষ্যতে যা সম্ভব হবে আজও তার সম্ভাব্যতা আছে।**

আসলে যুগে যুগে পরিবর্তন হয় প্রযুক্তিগত সম্ভাব্যতার। প্রযুক্তিগত সম্ভাব্যতার মধ্যে যেমন প্রাকৃতিক নিয়ম অন্তর্ভুক্ত তেমনি মানুষের ক্রমোন্নত জ্ঞান, শক্তি, সামর্থ্য, কলা-কৌশলও অন্তর্ভুক্ত। নিয়ম অপরিবর্তিত থাকলেও জ্ঞানের পরিবর্তন ঘটে। এজন্য প্রযুক্তিগত সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রে আগে যা অসম্ভব ছিল পরবর্তীকালে তা সম্ভব হয়। যেমন, দ্রুতগামী জেট্ বিমানে অতি অল্প সময়ে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাওয়া ১০০ বছর আগে সম্ভব ছিল না, আজ যা সম্ভব হয়েছে। শব্দ অপেক্ষা দ্রুতগামী মহাকাশযানে করে মঙ্গলগ্রহে অবতরণ করা প্রযুক্তিগতভাবে আজ অসম্ভব হলেও ভবিষ্যতে তা সম্ভব হতে পারে। প্রযুক্তিগত সম্ভাব্যতা প্রাকৃতিক নিয়মকে অনুসরণ করলেও যেহেতু তা পরিবর্তনশীল উন্নত কলা-কৌশল ও জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে সেজন্য এই সম্ভাব্যতা (প্রযুক্তিগত) পরিবর্তনশীল—যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়।

৬.৫ বিভিন্ন রকম সম্ভাব্যতার (এবং অসম্ভাব্যতার) পারস্পরিক সম্পর্ক
Relations among the different types of Possibility and Impossibility

সম্ভাব্যতা / অসম্ভাব্যতা তিন প্রকার। যথা— (১) **যৌক্তিক**, (২) **ব্যবহারিক** এবং (৩) **প্রযুক্তিগত**।

যৌক্তিক সম্ভাব্যতার / অসম্ভাব্যতার সঙ্গে অন্য দুই প্রকার সম্ভাব্যতার অর্থাৎ ব্যবহারিক এবং প্রযুক্তিগত সম্ভাব্যতার / অসম্ভাব্যতার সম্পর্ক হল—

কোন ব্যাপার বা বস্তুস্থিতি যদি প্রযুক্তিগতভাবে **সম্ভব হয় তাহলে সেই ব্যাপার বা বস্তুস্থিতি**

ব্যবহারিক অর্থে সম্ভব হবে,

যৌক্তিক অর্থে সম্ভব হবে।

তেমনি, **কোন ব্যাপার বা পরিস্থিতি যদি** যৌক্তিকভাবে **অসম্ভব হয় তাহলে সেই ব্যাপার, পরিস্থিতি বা বস্তুস্থিতি।**

ব্যবহারিক অর্থে অসম্ভব হবে,

প্রযুক্তিগত অর্থে অসম্ভব হবে।

যেমন, দ্রুতগামী জেট্ বিমানে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাওয়া প্রযুক্তিগতভাবে আজ সম্ভব হয়েছে।

ব্যাপারটা যৌক্তিক অর্থেও সম্ভব, কেননা যে বচনে ব্যাপারটি প্রকাশিত হয় ('আমি জেট্ বিমানে এক ঘণ্টায় ভারতবর্ষ থেকে আমেরিকা গিয়েছিলাম', এই কথাটি) তা স্ববিরোধী নয়।

তেমনি আবার, **বিপরীত ক্রমে, 'ওপর দিকে গড়িয়ে পড়া'** যৌক্তিকভাবে **অসম্ভব।**

ব্যাপারটা ব্যবহারিক অর্থে এবং

প্রযুক্তিগত অর্থেও অসম্ভব।

'ওপর দিকে গড়িয়ে পড়া' কোন ভাবেই সম্ভব নয়, যৌক্তিকভাবেও অসম্ভব। 'ওপর দিকে' অর্থে 'নীচের দিকে নয়', আর 'গড়িয়ে পড়া'র অর্থ 'নীচের দিকে নামা'। তাহলে 'ওপর দিকে গড়িয়ে পড়া' কথাটার মানে হয় 'একই সঙ্গে নীচের দিকে না নামা এবং নামা' যা স্পষ্টভাবে স্ববিরোধী। যা স্ববিরোধী তা যৌক্তিকভাবে অসম্ভব। 'ওপর দিকে গড়িয়ে পড়া' কথাটা চিন্তা করাই যায় না। এজন্য ঐ বচনে প্রকাশিত ব্যাপারটা যেমন যৌক্তিকভাবে অসম্ভব, তেমনি ব্যবহারিক এবং প্রযুক্তিগত অর্থেও অসম্ভব।

তবে, **বিষয়টিকে** বিপরীতক্রমে **বললে তা ঠিক হবে না। অর্থাৎ এমন বলা যাবে না যে—**

যা প্রযুক্তিগতভাবে **অসম্ভব তা ব্যবহারিক অর্থে অসম্ভব,**

যা ব্যবহারিকভাবে **অসম্ভব তা যৌক্তিক অর্থে অসম্ভব।**

একথা ঠিক যে ১০০ বছর আগে মানুষের পক্ষে চাঁদে যাওয়া অসম্ভব ছিল, প্রযুক্তিগতভাবে এখন যা সম্ভব হয়েছে। তবে 'অসম্ভব ছিল' কথাটা এখানে ব্যবহারিক বা বৈজ্ঞানিক অর্থে 'অসম্ভব' নয়। **ব্যবহারিক বা বৈজ্ঞানিক অর্থে ১০০ বছর আগেও মানুষের পক্ষে চাঁদে যাওয়া সম্ভব ছিল, কেননা ঐভাবে চাঁদে যেতে গেলে কোন প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করা হয় না।** উন্নত জ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবেরই জন্যই ১০০ বছর আগে মানুষ চাঁদে যেতে পারেনি। কাজেই, কোন ব্যাপার প্রযুক্তিগতভাবে অসম্ভব হলে তা ব্যবহারিক অর্থে অসম্ভব হয় না। মহাকাশযানে অতি অল্প সময়ে মঙ্গলগ্রহে যাওয়া আজ প্রযুক্তিগতভাবে অসম্ভব হলেও ব্যবহারিক অর্থে অসম্ভব নয়, কেননা ঐভাবে যেতে হলে কোন প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করা হয় না।

তেমনি আবার একথাও বলা যাবে না যে, যা ব্যবহারিক ভাবে অসম্ভব তা যৌক্তিকভাবেও **অসম্ভব।** 'লাফিয়ে ১০,০০০ ফুট ওপরে উঠে শূন্যে অবস্থান করা, মাটিতে না পড়া' ব্যাপারটি ব্যবহারিকভাবে অসম্ভব, কেননা তা মহাকর্ষ নিয়মকে অমান্য করে। কিন্তু ব্যাপারটি ব্যবহারিকভাবে অসম্ভব হলেও যৌক্তিক অর্থে সম্ভব, কেননা 'কোন বস্তু মহাকর্ষ নিয়ম অনুসরণ করে না' কথাটা স্ববিরোধী নয়। এমন চিন্তার মধ্যে কোন দোষ নেই (যদিও চিন্তার বিষয় বাস্তবত মিথ্যা হতে পারে) যে অন্য কোন গ্রহ, নক্ষত্র মহাকর্ষ নিয়মের অধীন নয়। যা স্ববিরোধী নয় তা যৌক্তিকভাবে সম্ভব।

এই তিন প্রকার সম্ভাব্যতা / অসম্ভাব্যতাকে এভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে—

যৌক্তিক সম্ভাব্যতা	যৌক্তিক অসম্ভাব্যতা
ব্যবহারিক সম্ভাব্যতা	ব্যবহারিক অসম্ভাব্যতা
প্রযুক্তিগত সম্ভাব্যতা	প্রযুক্তিগত অসম্ভাব্যতা

তত্ত্বালোচনায় **যে সম্ভাব্যতা/অসম্ভাব্যতার কথা বলা হয় তা যৌক্তিক সম্ভাব্যতা।** পদার্থবিজ্ঞানের **(Physics) মতো উন্নত বিজ্ঞানে যে সম্ভাব্যতা/অসম্ভাব্যতার কথা বলা হয় তা ব্যবহারিক সম্ভাব্যতা। বাস্তুবিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান,** প্রযুক্তিবিজ্ঞান **প্রভৃতি ফলিত বা ব্যবহারিক বিজ্ঞানে (practical sciences) যে সম্ভাব্যতা / অসম্ভাব্যতার কথা বলা হয় তা প্রযুক্তিগত সম্ভাব্যতা।**

তত্ত্বালোচনায় বা দার্শনিক আলোচনায় ব্যবহারিক ও প্রযুক্তিগত সম্ভাব্যতা/অসম্ভাব্যতা অপেক্ষা যৌক্তিক সম্ভাব্যতা/অসম্ভাব্যতার গুরুত্ব অনেক বেশী। দর্শনে যখন এমন প্রশ্ন করা হয়— 'এই বা ঐ ব্যাপারটা কি (যৌক্তিকভাবে) সম্ভব?' তখন সেই প্রশ্নের উত্তরে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন হয়, কেননা 'সম্ভব' কথাটিকে সেখানে ব্যবহারিক এবং প্রযুক্তিগত অর্থ থেকে ভিন্ন করে তবেই প্রশ্নটির উত্তর দিতে হয়। যেমন— 'বস্তুর পতনের গতিবেগ তার (ভরের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে) রঙের ওপর নির্ভরশীল হওয়া সম্ভব কি?' 'মানুষের পরমায়ু ১০০ কোটি বছর হওয়া সম্ভব কি?' 'বিড়ালের পক্ষে কুকুর ছানার অথবা কুকুরের পক্ষে বিড়াল ছানার জন্ম দেওয়া সম্ভব কি?' এজাতীয় দার্শনিক প্রশ্নের উত্তরে নির্দ্বিধায় 'না' বলা যায় না, কেননা এসব ক্ষেত্রে যে সম্ভাব্যতার কথা বলা হয় তা ব্যবহারিক অথবা প্রযুক্তিগত সম্ভাব্যতা। নয় তা হল যৌক্তিক সম্ভাব্যতা। যৌক্তিক অর্থে এসব

প্রশ্নেরই উত্তর হবে 'হ্যাঁ, সম্ভব'। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে 'যৌক্তিকভাবে সম্ভব' বলার অর্থ এমন নয় যে, আমরা এসব ব্যাপার বা পরিস্থিতিকে 'সম্ভব' বলে মনে করি, মনে করি যে এসব ব্যাপার বাস্তবিক (empirically) ঘটে অথবা ঘটতে পারে। **এখানে আমরা যা বলতে চাই তা হল—যদি কখনো এমন ঘটনা ঘটে তাহলে সেই ঘটনা-প্রকাশক আমাদের উক্তি (অর্থাৎ বচন) স্ববিরোধী হবে না, আমাদের উক্তি মিথ্যা হতে পারে কিন্তু স্ববিরোধী নয়।** 'অমুক লোকটির বয়স এক কোটি বছর', 'আমার পোষা বিড়ালটির একটি কুকুর ছানা হয়েছে'—এসব কথা অবিশ্বাস্য হতে পারে, মিথ্যা হতে পারে কিন্তু স্ববিরোধী নয়। যা স্ববিরোধী নয় তা যৌক্তিকভাবে সম্ভব।

আলোচ্য বিষয়টিকে সংক্ষেপে এভাবে বলা যায়—

যৌক্তিকভাবে যা অসম্ভব তা শুধু আমাদের এই জগতে অসম্ভব নয়, সম্ভাব্য যে কোন জগতে অসম্ভব।

বৈজ্ঞানিক বা ব্যবহারিকভাবে যা অসম্ভব তা আমাদের এই অভিজ্ঞতার জগতে অসম্ভব হলেও অন্য কোন জগতে সম্ভব হতে পারে। যেমন, আমাদের এই জগতে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন এবং হাইড্রোজেন ছাড়া প্রাণীর বেঁচে থাকা অসম্ভব হলেও অন্য কোন জগতে এসব ছাড়া কোন না কোন ধরণের জীবের বেঁছে থাকা সম্ভব (যৌক্তিকভাবে) হতে পারে। অর্থাৎ ব্যবহারিকভাবে যা অসম্ভব তা যৌক্তিকভাবে সম্ভব হতে পারে।

প্রযুক্তিগতভাবে যা অসম্ভব তা বর্তমানে অসম্ভব হলেও পরবর্তীকালে উন্নত জ্ঞান ও কলানৈপুণ্যের জন্য আমাদের এই অভিজ্ঞতার জগতেই সম্ভব হতে পারে। অর্থাৎ **প্রযুক্তিগতভাবে যা অসম্ভব ব্যবহারিকভাবে তা সম্ভব হতে পারে।**

কিন্তু **যৌক্তিকভাবে যা অসম্ভব তা অপর দুটি অর্থেও অসম্ভব।** বর্গাকার বৃত্ত, পুরুষ মাসীমা, ওপর দিকে গড়িয়ে পড়া—ইত্যাদি ব্যাপার কোন জগতে কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়। এসব ব্যাপার যে বচনে প্রকাশ পায় তা স্ববিরোধী এবং স্ববিরোধী বচনে প্রকাশিত ব্যাপার, পরিস্থিতি বা বস্তুস্থিতি যৌক্তিকভাবে অসম্ভব।